জীবননগরে যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় গৃহবধৃকে নির্যাতন

জীবননগরে যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় গৃহবধৃকে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে স্বামী দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে। গত শনিবার বিকালে দর্শনা থানার কুন্দিপুর বেলেমাঠ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নির্যাতিত গৃহবধু সাবিনা (২০) দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের গবর গাড়া গ্রামের মৃত মোফাজ্জেল হোসেনের মেয়ে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, ২০২১সালের প্রথম দিকে পারিবারিক সিদ্ধান্তের মতামতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সাবিনার সঙ্গে দেলোয়ারের বিয়ে হয়। বিয়ের দুই মাস পর দেলোয়ার একটি দোকান দেওয়ার জন্য সাবিনার ভায়ের নিকট থেকে যৌতুক হিসাবে এক লক্ষ টাকা দাবি করলে তারা সেই দাবি মেনে নিয়ে নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে দেয় পরবর্তীতে আবার এক লক্ষ টাকা দাবি করলে সেই টাকা দিতে অপারাগত জানাই সাবিনা সেই থেকে কারনে অকারণে তাকে মারধর করতে থাকে। কিন্তু সাবিনার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তার সমস্থ দায়ভার পড়ে ভায়ের উপর ভায়ের দিকে তাকিয়ে সাবিনা টাকা আনতে রাজি না হওয়ায় তাকে ৫দিন ঘরের মধ্যে আটকে রাখে এবং খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। এ সংবাদ শুনে সাবিনার ভাই শিপন গত শনিবার দর্শনা থানা পুলিশের সহযোগিতায় ওই বাড়ি থেকে গুরুত্বর আহত অবস্থায় সাবিনাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে ভর্তি করে।

গৃহবধু সাবিনা অভিযোগ করে বলেন, তার স্বামী দেলোয়র যৌতুকের টাকার জন্য চাপ দিতে থাকে সে টাকা আনতে অপরাগত জানালে তাকে তার স্বামী ও তার ভাই ওসমান মিলে মারধর করে। এবং খাবার না দিয়ে ঘরের মধ্যে ৫দিন যাবৎ আটকিয়ে রাখে।

নির্যাতিত গৃহবধু সাবিনার ভাই শিপন বলেন, বিয়ের সময় তার কোন দাবি ছিল না পরে টাকার জন্য আমার বোনকে মারধর করে বোনের সুখের জন্য আমরা কষ্ঠ করেও তাকে যৌতুক হিসাবে নগদ ১লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আবার সে টাকা দাবি করে টাকা দিতে দেরী হওয়ায় আমার বোনকে খাবার না দিয়ে ঘরের মধ্যে আটকিয়ে রাখে। এ খবর শুনে আমি দর্শনা থানাতে যেয়ে পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে আমার বোনকে সেখান থেকে গুরুত্বর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর

হাসপাতালে ভর্তি করি।

দেলোয়ার হোসেন, বলেন আমি কোন টাকা চাইনি এবং তারা ও আমাকে কোন টাকা দেয়নি আমার স্ত্রী প্রায় তার বাবার বাড়িতে চলে যায় আমি নিষেধ করলে সে গলাই দড়ি দিতে যায় আমি তার বাবার বাড়িতে যেতে মানা করা সত্বেও যখন সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে আমি একটা চড় মেরেছি। তা ছাড়া আমার বিরুদ্ধে যৌতুক নেওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে তা সম্পন্ন মিথ্যা।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাঃ হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, সাবিনার শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে এখন অনেকটাই সে সুস্থ আছে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) লুৎফর কবির বলেন, যৌতুকের জন্য গৃহবধুকে নির্যাতন করেছে এমন কোন অভিযোগ থানায় এখন কেউ করেনি। তবে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত পুর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরিনাকুণ্ডুতে সড়ক দুর্ঘটনায় শিশু নিহত,আহত ৬

ঝিনাইদহের হরিনাকুণ্ডুতে আলমসাধু ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৬ জন। আহত দরীবিন্নী গ্রামের মোঃ হাসান মন্ডলের স্ত্রী মোছাঃ মনিরা খাতুন (৩৫),মোঃ রিপন আলীর স্ত্রী মোছাঃ মুসলিমা খাতুন(৩০), মো লিয়াকত মন্ডলের স্ত্রী মোছাঃ আকলিমা বেগম (৪০), মোঃ মিল্টন আলীর স্ত্রী মোছাঃ রোজিনা খাতুন (৪৫) মৃত কেসমত মন্ডলের পুত্র মোঃ মিল্টন মন্ডল (৪৭)
ও আলমসাধু ড্রাইভার বিশেয়খালী গ্রামের মোঃ গনি মন্ডলের পুত্র মোঃ রাজীব হোসেন। আহত ছয় জন হরিনাকুন্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

আজ সোমবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুরে হরিনাকুণ্ডু উপজেলার

মান্দারতলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের লাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মর্গে রাখা আছে।
নিহত শিশু আছিয়া (৩) উপজেলার দরীবিন্নী গ্রামের রিপন আলীর মেয়ে।

হরিনাকুণ্ডুর থানার (ওসি) আব্দুল রহিম মোল্লা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।জানা যায়, সোমবার দুপুরে যাত্রী বোঝাই একটি ইজিবাইক হরিনাকুণ্ডু থেকে ঝিনাইদহের উদ্দেশ্য করে যাচ্ছিলো। এ সময় উপজেলার মান্দারতলা গ্রামে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগতির মাছ বোঝাই একটি আলমসাধুর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইজি বাইকের ৭ জন আরোহী গুরুতর আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে হরিনাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু আছিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ

মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতামূলক আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আন্ত:ধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধর্ম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান এমপি।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য শাহিদুজ্জামান, পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, সদর উপজেলার চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন। বক্তব্য দেন, মেহেরপুর জজ আদালতের পিপি পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষনা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক, মেহেরপুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক কে এম শাহিন কবির, আন্ত:ধর্মীয় সংলাপের সমন্বয়ক আবদুল্লাহ আল শাহিন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু,

মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, জেলা ওলামা পরিষদের সহ সভাপতি খাদেমুল ইসলাম, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রষ্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক শ্বাশত নিপ্পন, মেহেরপুর মহাশশ্মানের সভাপতি কাজল দত্ত,পণ্ডের ঘাট মসজিদের ইমাম শাহাজাহান কবির।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত হতে পারে মেহেরপুরের জনপদ। ধর্মান্ধতা থেকৈ মুক্ত থাকাই আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নানান লেখাগুলো থেকে সতর্ক থাকতে হবে, যাচাই বাছাই করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, এদেশে সংখ্যালঘু বলে কিছূ নেই, সকলেই বাংলাদেশের নাগরিক।
ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক বলেন, ধর্মীয় সম্প্রীতির কথা বারবার বলতে হবে। জুম্মার খুৎবায়, ঈদের নামাযে, ওয়াজ মাহফিলে এবং অন্যান্য ধর্মালম্বিদের নিজ নিজ প্রার্থনা কেন্দ্রে সম্প্রীতির ব্যাখ্যাগুলো দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, ধর্মপালনের ক্ষেত্রে রসুল(স.) এর মদিনা সনদের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তার ব্যাখ্যাগুলো তুলে ধরতে হবে।

মেহেরপুরে সবজির দাম কিছুটা কমতির দিকে, বেড়েছে রসুনের দাম

শীতের সবজির সরবরাহ বেড়েছে। ইতোমধ্যে কমতে শুরু করেছে কিছু সবজির দাম। গত সপ্তাহের ৪০ টাকা কেজি কাঁচা মরিচ ২৫ টাকা কমে এই সপ্তাহে ১৫ টাকা হয়েছে,৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়া আলু ৭ টাকা কমে ২৩ টাকাই বিক্রি হচ্ছে।একইভাবে গত সপ্তাহে ৫৫ টাকা কেজি দেশি পেঁয়াজ ২৭ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ২৮ টাকা কেজি দরে।
এদিকে গত সপ্তাহের ২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়া রসুন ২০ টাকা বেড়ে ৪০ টাকাই বিক্রি হচ্ছে।

এবিষয়ে সবজি বিক্রেতারা বলছেন,শীতের সবজির সরবরাহ বেড়েছে,

বাজারে নতুন সবজি আসছে আর যত দিন যাবে, এই দাম আরও কমতে থাকবে। তহ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সামাদ জানান, গত সপ্তাহে বাজার চড়া ছিল, কিন্তু এখন সব ধরনের সবজির দাম কমতির দিকে। তবে ক্রেতারা বলছেন, শীতের এই সময় দাম আরও কম থাকার কথা। সেই তুলনায় দাম কিছুটা বেশি।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, বাজারে বড় সাইজের একটি ফুলকপি ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যা আগে বিক্রি হয়েছে ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়। একইভাবে কচু প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকাই, সিমের দাম কমে এখন বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকাই, পেঁপে বিক্রি হচ্ছে ১০ টাকাই। এই সপ্তাহের বাজারে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ দাম কমে ১৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও গাজর ৪০ টাকা, শসা ৫০ টাকা, মূলা ৩০ টাকা, বেগুন ৩০ টাকা,সিম ২৫ টাকা,টমেটো ৩৫ টাকা, পিঁয়াজ কলি ১০ টাকা,পালন শাক ২০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

তবে আগের মতো দাম রয়েছে আদা ৫০ টাকা ও শুকনা মরিচ ১২০ টাকা। মেহেরপুরের বড় বাজারে কাঁচাবাজার করতে আসা মামুন বলেন, গত সপ্তাহের তুলনায় এখন সবজির দাম কিছুটা কমেছে।তবে শীতের মৌসুম দাম আর কিছুটা কম হওয়া উচিত।

গাংনীতে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে আগামী ২২ শে ডিসেম্বর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। রোববার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রী কলেজে এ সভা করা হয়।
স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সুবর্ণ জয়ন্তী জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারা।
উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য

সাহিদুজ্জামান খোকন।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় আলোচনা সভা, উপজেলার প্রবীণ নেতাদের মরণোত্তর সম্মাননা ক্রেস্ট বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা, অনুষ্ঠানের শেষ অংশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সময় গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, বামুন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, বিভিন্ন ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রধানগন, সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ব্রীজ নির্মানের দাবী এলাকাবাসীর

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের হাড়গাড়ী গ্রামের পাশে কুষ্টিয়া মীরপুর উপজেলার বাজিতপুর-আলমডাঙ্গা ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ায় জনজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। যে কোন মুহুর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জানাগেছে, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর উপজেলার শেষ শীমান্ত সুকচা- বাজিতপুর গ্রাম সহ প্রায় ১০/১৫ টি গ্রামের মানুষ এই ব্রীজ দিয়ে পারাপার করে থাকে।

তাদের চলাচলের একমাত্র ব্রীজটি বর্তমানে হুমকির মুখে। ঐ অঞ্চলের মানুষের উৎপাদিত ফসল আলমডাঙ্গা বাজারে বিক্রয় করে কৃষকবৃন্দ।

ঐ সব গ্রামের ছেলে,মেয়েরা লেখাপড়া করতে আলমডাঙ্গা বাজারের বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি কলেজ, মহিলা কলেজে ভর্তি

হয়ে লেখাপড়া করছে। এর কারন জানতে চাইলে, বাজিতপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জেত আলী মিস্ত্রী,হাড়গাড়ির সোহাগ আলী,মাহবুবুল মেম্বার বলেন, আমাদের সুকচা, বাজিতপুর গ্রাম থেকে মীরপুর অথবা আমলা সদরপুর প্রায় ১০ কিলোমিটার দুরে। যে কারনে তারা আলমডাঙ্গা মুখি হতে বাধ্য হয়। সরেজমিন ঘুরে জানাগেছে, ব্রীজটি এলজিইডি কতৃক নির্মিত হয়েছিল। তখন শুধু মাত্র মানুষ চলাচল করার উপযোগী করে ব্রীজটি নির্মান করা হয়।বর্তমানে ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ায় এলকাবাসি ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের একজন উপ-সহকারি প্রকৌশলী বলেন, প্রায় ২০/২৫ বছর আগে ব্রীজটি মানুষ চলাচলের উপযোগী করে বানানো হলেও অত্র অঞ্চলের মানুষ তাদের উৎপাদিত ফসল আলমডাঙ্গা বাজারে বিক্রয় করে থাকে। যে কারনে ব্রীজটি অল্প সময়ে ১০/১৫ বছরের মধ্যে ভাংতে ভাংতে বর্তমানে প্রায় অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে।

এলাকাবাসি জানান, নতুন করে ব্রীজটি চওড়া করে নির্মান করা হলে গাড়ী ও মানুষ চলাচলের জন্য ফুটপাত তৈরী করা হলে আলমডাঙ্গার ও মীরপুরের মধ্যে নতুন সংযোগ স্থাপনে নতুন দীগন্তের সুচনা হবে।

এলাকার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ও বাজার হাট করাসহ ফসল বিক্রয়সহ আলমডাঙ্গার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। সব কিছুতেই প্রান ফিরে পাবে। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সুকচা বাজিতপুরের মানুষের সাহসী ভুমিকার জন্য মানুষ আজও স্বরন করে।

তৎকালীন সময়ের ১৯৭১ সালের ১৩ আগষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জামসেদ নুরী টগর সুকচা বাজিতপুর ব্রীজের কাছে পাক সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল।

এলাকাবাসির দাবী অতি দ্রুত ব্রীজটি নির্মান করে অত্র অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ নিস্পাত হবে। এই ব্রীজটি নতুন করে নির্মান করার বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্শন করেছে এলাকাবাসি।

কার্পাসডাঙ্গায় ভৈরব নদি খনন কাজের উদ্বোধন; ব্যয় ১৮কোটি টাকা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ভৈরব নদ পূনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলার সুবলপুর গ্রামের ৭৩ কিলোমিটার হতে ৮৪ দশমিক ৬ শত এর মধ্যে ১১.৪০ কিলোমিটার নদ খননের কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

রবিবার সকালে ভৈরব নদের পাড়ে সুবলপুরে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর প্রধান অতিথী উপস্থিত থেকে এই কাজের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুপারিনটেনডেন্ট মো. আব্দুল হামিদ, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবার্হী প্রকোশলী আরিফ আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু,কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান,ভুট্টু, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওহিদ,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হয়রত আলী,কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন কৃষিক লীগের সাধারন সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বক্কর, কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ:লীগের ত্রান বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ আলী, যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ প্রকাশের পর বই ফেরত দিলেন প্রধান শিক্ষক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া বই ফেরত দিতে শুরু করেছেন প্রধান শিক্ষক আরিফা খাতুন। গত ১৯ ডিসেম্বর বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এব্যাপারে নড়েচড়ে বসেন।

৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রী ফারহানার অভিভাবক তার মা’ বলেন, আমার মেয়ে চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। গত বুধবার স্কুলের শিক্ষকরা আমার মেয়ে সহ অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে পুরাতন বই গুলো নিয়ে নিয়েছে। যখন বই নেয় তখনও স্কুলে ক্লাস চলছিলো।

রবিবার দপ্তরীর মাধ্যমে খবর পাই, যে ফারহানা স্কুলে এসে যেন বই ফেরত নেয়, আমার মেয়ে স্কুলে যে এ বই ফেরত নিয়ে এসেছে।উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম বলেন, আমি নিজে স্কুল ভিজিট করেছি, বই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষককে নিদের্শ দিয়েছি, শিক্ষার্থীদের বই ফেরত দিতে। তবে বই জমা নেওয়া অন্যায়।

এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ করেছি, জবাব সন্তসজনক না হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয় অত্র বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আরিফার মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন দিয়েও তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির মুঠোফোনে ফোন দিলে তিনি জানিয়েছেন, আমি অসুস্থ। এবিষয়ে আমি আজ শুনেছি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এসে বই ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে,, আজ কিছু শিক্ষার্থী বই ফেরত দিয়েছে। সেজন্য আমি এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য করতে চাইছি না।

প্রধানমন্ত্রীর যতদিন থাকবেন, মেহেরপুর ও মুজিবনগরবাসীদের সম্মান সবার উপরে থাকবে - জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন নেতৃত্বে থাকবেন ততদিন মেহেরপুর মুজিবনগর বাসীদের সম্মান সবার উপরে থাকবে। আমরা যেখানেই যাই না কেন এই মুজিবনগরের জন্য আমাদের সম্মান করে।

তিনি আরো বলেন, তাই তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, যেই সরকারের মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হবে, দেশটা ভালো থাকবে, আমরা ভালো থাকবো, সকল সুযোগ সুবিধা পাবো সেই সরকার তো আমাদের থাকার দরকার। আজ উজলপুর গ্রামে থেকে ইমরুল কায়েসের মত একজন ক্রিকেটার উঠেছে। আর এই ক্রিকেটের উন্নয়ন করেছে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রবিবার বিকাল ৪ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর ভৈরব নদের পুরাতন ফেরিঘাটের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে উজলপুরে এক সমাবেশে তিনি এ একথা বলেন।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, জুমের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য ইমরুল কায়েস। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, সদর উপজেলা প্রকৌশলী আবদুল হামিদ, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেছুর রহমান, নব নির্বাচিত সদস্য রাজন আলী সহ প্রমুখ।

এর আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের উজলপুর ভৈরব নদের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর এলজিইডির উদ্যোগে জি কে আই আই ডি পি প্রোজেক্টের ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর ভৈরব নদের উপর ৯৬ মিটার ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।

হরিনাকুন্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, আহত ১

হরিনাকুন্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত ও একজন আহত হয়েছে। রবিবার দুপুর ১২টার দিকে হরিনাকুন্ডু উপজেলার তাহেরহুদা গ্রামের বড় ক্যানালের ব্রীজের দক্ষিন পাশে ডাঃ নুরে আলম (৪০) মটরসাইকেল দূর্ঘটনায় নিহত হয় এবং মোটরসাইকেল চালক মোঃ কামাল হোসেন (৬০) আহত হয়।

ডাঃ নুরে আলম একই উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের মৃত জইবুদ্দিন দফাদারের ছেলে। আহত চালককে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঘটনা শেষ পর্যন্ত হরিনাকুণ্ডু থানায় অপমৃত্যু মামলার প্রস্তুতি চলছিল।